OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 55 - 63
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সাহিত্যে অভিশাপ প্রসঙ্গ : কালিদাস, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল

মনিকা রায়
শিক্ষিকা, সংস্কৃত বিভাগ
আনন্দ চন্দ্র কলেজ অফ কমার্স
Email ID : manikaroypurbasalbari@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Kalidasa, Abhisap, Abhigyanshakuntala, Meghduta, Raghuvamsha, Kumarasambhav, Vikramorvasi, Chandimangal, Manasamangal.

Abstract
Kalidasa was a greatest poet, writer and playwright of Sanskrit Literature. In all his poetic dramas, the topic of various types of anathemas has been discussed on the portrayal of different characters. Among them 'Abhigyanshakuntalam', 'Meghaduta', 'Raghuvamsham', 'Kumarasambhavam am', 'Vikramorvasiyam' the multiples reconciliation are seen as a result of cursing. This reconciliation is found in separation. Through the way of anathema, the monotony of reunion is transmuted into universality. Besides, the practice of cursing has also observed in the most important sub-genres of Medieval Bengali literature Mangalkavya. In 'Manasamangal' and 'Chandimangal', the reference of it is noticed in the depiction of different characters such as Kalketu, khullara, Behula, Lakhindar, Madandeb, Maladhar, Ratnamala and so on. They are all cursed and cursed when they have neglected to perform their duties. As a result, they are separated from each other with sadness. In short, anathemata are separation and reconciliation and complementary each other.

Discussion

প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত সাহিত্যের সুনামধন্য কবি হলেন মহাকবি কালিদাস। সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র যার আবির্ভাব ও জীবন বৃত্তান্ত তিমিরাবৃত কালিদাস তাঁর কাব্যশৈলী সাহিত্যকৃতির মাধ্যমে ভারতবর্ষের সাহিত্যভূমিকে করেছে সুমধুর। তার অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টি ছন্দে, অলংকার, রূপ, রসের এক অন্যান্য বাতাবরণ সৃষ্টি করে সাহিত্য দরবারে। কোথায় প্রকৃত বর্ণনা, নায়িকার নিপুন সৌন্দর্যের বর্ণনা, হাস্যরস, নায়কের সুঠাম চরিত্র, অভিশাপ ইত্যাদির বর্ণনায় কাব্য নাটকে কালিদাসের অবদান অপরিসীম। তিনি 'কুমার সম্ভবম; 'মেঘদূতম্; 'রঘুবংশম' এবং 'ঋতুসংহার' এই চারটি কাব্য রচনা করেন। নাটকের মধ্যে 'মালবিকাগ্নিমিত্র, 'বিক্রমোর্বশীয়' এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকটি হল মহাকবি কালিদাসের সর্বজনে সমাদৃত একটি প্রসিদ্ধ নাটক। কালিদাসের সাহিত্যগুলি স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে মনে হবে দ্রাক্ষাফলের মত অনায়াস আস্বাধ্য, সহজবোধ্য। কিন্তু যদি গভীরে প্রবেশ করা যায় তবে দেখা যাবে, এ যেন এক অতল গভীর সমুদ্র যার কুলকিনারা নেই। কালিদাসের কাব্য, নাটক এখন ও বিশ্ব সাহিত্য সমাজে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ যোগ্য।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কালিদাসের কাব্য-নাটকে যে চরিত্রগুলির নিদর্শন রেখেছেন সবগুলির চরিত্রের মূল্যবোধের বিকাশ লক্ষ্য করলেই দেখা যায় সামাজিক বর্গের উচ্ছ্বাস ও অকপট প্রশংসা। কালিদাসের কাব্য-নাটকে চরিত্র চিত্রনে যে গুণ দিয়েই ভরা তা নয় গুণ-দোষ মিলিয়ে প্রত্যেকটি চিত্র অঙ্কণ ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু মাত্র দোষগুলিকে প্রশ্রয় দিয়ে সাহিত্যের চাবিকাঠির ইতি টেনেছেন তা নয় সেই সব চরিত্রের দোষগুলিকে সমস্যার সমাধান করে বলতে গেলে একপ্রকার চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির দ্বারা সমস্ত দোষের কালিমাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে চরিত্রগুলিকে নির্মল করে সাহিত্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তাই কালিদাসের সাহিত্য ভবনে কাব্যে, নাটকে আমরা দেখতে পাই অভিশাপ। সত্যি বলতে এই অভিশাপের জন্যই হয়ত কাব্য-নাটকে বিরহের একেকটি হৃদয় বিদারক করুণ প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। পাপের কারণে যে শাপ বর্তেছিল তা দূর করে কবি আনন্দলাভ করেছেন।

অভিশাপ কথার অর্থ হচ্ছে অন্যের অমঙ্গল কামনা করা। শপ্ ধাতু থেকে 'শাপ' শব্দের উৎপত্তি। শপ্ ধাতুর অর্থ আক্রোশ প্রকাশ করা। উপলম্ভণ এর অর্থ হল শপথ করা। কৈয়ট, শাকটায়ন প্রভৃতির মতে প্রকাশন হল উপালম্ভনের অর্থ –

> "উপালম্ভনং প্রকাশনম। দেবদত্তায় শপতে এবম্ভূতোহসাবিতি দেবদওমাচষ্ট ইত্যর্থঃ। অথবা স্বাভিপ্রয়াস্য পরত্রাবিষ্করণমুপালম্ভনং শপথঃ। দেবদত্তায় শপতে বাচামাত্রাদিশারী সম্পর্শনেন দেবদত্তে স্বাভিপ্রয়াং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ।"[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শপ্ ধাতু থেকে সৃষ্ট 'শাপ' শব্দের মধ্যে মিথ্যা নিরসন করে সত্যের উপলব্ধির অর্থ আছে এবং কালিদাস কৃত কাব্য-নাটকে অভিশাপগুলিতে এই নিদর্শন লক্ষিত হয়। অভিশাপের দ্বারাই অনেক ঘটনার সত্য উন্মোচিত হয়। কারোর অমঙ্গলের জন্যেই যে অভিশাপ প্রদত্ত হত তা নয় সেটি নায়ক বা নায়িকা তাদের কর্তব্য বিচ্যুতির জন্যই হয়ত ডেকে এনে কাব্যে-নাটকে বিরহের পটভূমি তৈরি করে। তাই তখন মনে হয় যে অভিশাপ তাদের প্রাপ্যই ছিল পাপ স্বীকার করে সত্যের উন্মোচন করে প্রকৃতপক্ষে মানুষত্বেরই পরিচয় মেলে। তাই সেক্ষেত্রে অভিশাপ আশীর্বাদেরই অপর রূপ। অভিশাপ এমনি এমনি কারো মাথায় বর্ষিত হয় না, ডেকে এনে কোনো অতিথিকে যেমন নিন্দা করা উচিত নয় তেমনি অভিশাপেরও নিন্দা করা উচিত নয়। অভিশাপ গুলিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে অভিশাপ প্রাপ্য ছিল নায়ক-নায়িকার। সেই পাপ স্বীকার করে পর্যাপ্ত শাস্তি গ্রহণ করে সংস্কৃত হওয়াতেই প্রকৃত মানুষের পরিচয়। অভিশাপ প্রাপ্তির মহত্ব এখানেই পরিলক্ষিত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের গানে সত্যের স্বরূপ উদঘাটন সাধারনত দুঃখের দ্বারাই সৃষ্ট অশ্রুজলের দ্বারাই সম্ভব –

> "দুঃখের বরষায় চক্ষের জলে যেই নামল
> বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।
> মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদ বেদনায়;
> অর্পিনু হতে তার, খেদ নাই আর মোর খেদ নাই।"[২]

কালিদাস সাহিত্যে যে সমস্ত অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে সবগুলি কখনো মূল উৎস বা কবিপ্রতিভার কল্পনা প্রসূত থেকে উদ্ভাসিত হয়েছে যা কবির এক অভিনব আলোর নিরিখে গ্রথিত। কালিদাসের সাহিত্য সৃষ্টির সর্বোচ্চ যে নাটকে সেটি হল 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকটি সাতটি অঙ্কে রচিত। চতুর্থ অঙ্কে নাটকের সর্বাপ্রেক্ষা গুরত্তপূর্ণ বিষয়টি হল ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ। মহাভারতের মূল কাহিনীতে দুর্বাসার অভিশাপ বিষয়টি নেই। মহাকবি কালিদাস তার রচিত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায় মহাভারতের পুরু বংশীয় রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব মতে সকলের অগোচরে মহর্ষি কন্ধের দুহিতা (পালিত কন্যা) শকুন্তলাকে বিয়ে করেন। কিছুদিন পর রাজা রাজকার্যপরিচালনার জন্যে মহর্ষি কন্ধের আশ্রমে শকুন্তলাকে রেখে হস্তিনাপুরে ফিরে যান। যাবার সময় শকুন্তলাকে প্রতিশ্রুতি দেন অনতিবিলম্বেই সসম্মানে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠাবেন ৩২। অনেকদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও হস্তিনাপুর থেকে কোনো বার্তা এসে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পৌছায়নি শকুন্তলার কাছে। সেই চিন্তায় শকুন্তলা এতটাই বিভোর ছিল যে সম্মুখে মহর্ষি দুর্বাসা উপস্তিত ছিলেন সেটাও বুঝতে পারলেন না। মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতে আশ্রমের ভার ছিল শকুন্তলার উপর কিন্তু শকুন্তলা আগত অতিথির অভ্যর্থনা করতে ব্যর্থ হলেন, অতি ক্রোধান্নিত মহর্ষি দুর্বাসা নিজের অপমান সহ্য করতে না পেরে শকুন্তলাকে অভিশাপ প্রদান করলেন –

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমনসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিত হপি সন
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।।"[৩]

যাকে অন্য মনে চিন্তা করতে করতে তুই উপস্থিত তপস্বী আমাকে অবমাননা করলি সে কিন্ত তাকে বার বার তাকে মনে করিয়ে দিলেও, পাগল যেমন তার পূর্বস্মৃতি ভুলে যায় যতই তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয না কেন? তার স্মরণে থাকে না সুতরাং সে তোমাকে মনে করতে পারবে না। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে শকুন্তলার কর্মফলের জন্য যে পাপ অর্জন করে তার জন্যই দুর্বাসার অভিশাপ ন্যস্ত হয়, যে প্রণয় প্রণয়ী বা প্রণয়িণীকে আপন কর্তব্য সম্পর্কে বিস্মৃত করে তোলে, আত্বীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে ভুলে কেবলমাত্র একান্তই স্বার্থপর হয়ে ওঠে এবং সেই প্রনয় হয় সংকীর্ণ ক্ষণভঙ্গুর তখন কর্মে দেখা যায় বিচ্যুতি আর তখনই মাথায় বর্ষিত হয় অভিশাপ। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে যদি দুর্বাসার অভিশাপ না থাকত তবে শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রেমের পরিণতি অন্যরকম হত সেটা রোমান্টিক হতো না। অভিশাপ থাকার দরুন নায়ক – নায়িকার প্রেম এক অন্যমাত্রা স্থান পেয়েছে। প্রথমে বিরহ দেখা দিলেও পরবর্তীতে যে মিলন ঘটেছে তা ছিল অত্যন্ত সুমধুর। প্রেমের মধ্যে যদি বিরহ না আসে তবে প্রেমের গভীরতা বোঝা যায় এক্ষেত্রে মহাকবি কালিদাস অভিশাপের মাধ্যমে প্রেমকে বিরহ থেকে শেষে শাপমোচন করে আশীর্বাদ স্বরূপ মিলন দেখিয়েছেন।

'মেঘদূতম্' হল মহাকবি কালিদাসের খন্ডকাব্য। আবার 'মেঘদূতকম্' দূতকাব্য রূপেও পরিচিত। 'মেঘদূতে' শুরুতেই মহাকবি কালিদাস অভিশাপ দিয়ে কাব্যতি শুরু করেছেন -

"কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগামিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।।"[৪]

যক্ষ ছিলেন ধনপতি কুবেরের স্বর্ণপদ্মবনের উদ্যানরক্ষক। কোনো একদিন যক্ষের স্বকর্তব্যচুতির জন্যে পদ্মবন মত্তহাতির দ্বারা নষ্ট হয়ে যায় তখন ধনপতি কুবের হিমালয়ের অলকা থেকে যক্ষকে একবছরের জন্য পত্নী থেকে দূরে দক্ষিন ভারতের রামগিরিতে নির্বাসন দেন। সদ্যবিবাহিত যক্ষ নতুন পত্নীকে অলকায় রেখে রামগিরি পর্বতে জীবন অতিবাহিত করছে। এখানেও কর্তব্য পালনে বিচ্যুতি লক্ষিত হয়। 'মেঘদূতে' শাপের মাধ্যমেই যেন প্রকৃত প্রেমের পরীক্ষা নিচ্ছেন মহাকবি কালিদাস। অনেক ঘাত প্রতিঘাত কাটিয়ে অবশেষে সেই অভিশপ্ত নায়ক অভিশাপ কাটিয়ে নায়িকাকে কাছে পান। ভোগের মহিমা যখন আত্মবিকাশের পথে বাঁধা হয় তখনই অভিশাপ এসে কড়া নাড়ে। আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যে প্রিয়ামিলন সুখ থেকে যক্ষ বঞ্চিত থাকুক এটা কবির অভিপ্রায় নয়। কবি চেয়েছেন যক্ষ সেই সীমিত গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্ব প্রকৃতির মাঝেও যে প্রেমকে আলিঙ্গন করা যায় তার প্রয়োজন দেখিয়েছেন। সেটি অভিশাপের দ্বারাই সম্ভবপর। আর সেই কারণেই কামী যক্ষ পৃথিবীর প্রাণ নিষ্প্রাণ প্রায় সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রিয়াকে খুজে পেয়েছে। কখনো শ্যামাধানের ঢেউতে প্রিয়ার দেহবল্লরি তো কখনো নদীর তরঙ্গে প্রিয়ার ভ্রুবিলাস দেখলেন -

"শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেসষু কেশান্।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রুবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডী সাদৃশ্যমস্তি।।"[৫]

যে জিনিস সহজে পাওয়া যায় তার গুরুত্ব অনেক কম। সেটি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। প্রেমকে চিরস্থায়ী করতে হলে শুধুমাত্র সুখ থাকবে তা নয় থাকতে হবে বিরহ তবেই সুখের আস্বাদন মধুময় হয়ে উঠবে। তৎসঙ্গে প্রেম ও কর্তব্য দুটিই একে অপরের পরিপূরক প্রেম দিয়েই সবকিছু সম্ভব তা নয়। যেমন রোগীকে ভালোবাসার জন্য ডাক্তার রোগীর রোগকে প্রশ্রয় দিয়ে আনন্দে রাখতে চান তার রোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান না সেই চিকিৎসক তো ঘাতকের মতো। অপরদিকে চিকিৎসকের কর্তব্য অনুযায়ী যদি সেই রোগীর কোনো অঙ্গচ্ছেদ করে রোগটিকে নির্মূল করে তবে তিনিই প্রকৃতপক্ষে হিতকাঙ্ক্ষী একজন সূচিকিৎসক। প্রকৃতপক্ষে দুঃখ থেকেই দুঃখের লাভ হয়। আসলে যে যত কর্তব্য পরায়ণ হবে সে ততই সুখী ব্যাক্তি হবে।

মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে ২০টি সর্গ নিয়ে রচিত। প্রথম সর্গে রাজা দিলীপ ও রাণী সুদক্ষিনা পুত্রার্থী হয়ে বশিষ্ঠ আশ্রমে পৌছালে মুনি তাদেরকে জানান যে কোন একসময় রাজা দিলীপ ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করার সময় পথিমধ্যে সুরধেনু সুরভিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করায় তিনি সুরভী দ্বারা অভিশপ্ত হন –

"অবজানাসি মাং যস্মদতস্তে ন ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসূতিমনারাধ্য প্রজেতি ত্বাং শশাপ সা॥"[৬]

'রঘুবংশে' র পঞ্চম সর্গে মতঙ্গ মুনি কতৃক গন্ধর্ব তনয় প্রিয়ম্বদ অভিশপ্ত হন এবং গজদেহ প্রাপ্ত করেন –

"মতঙ্গশাপাদবলেপমূলাদবাপ্তবানস্মি মতঙ্গজত্বম্।"[৭]

মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের অষ্টমসর্গে ইন্দুমতি পুরাকালে সুরাঙ্গনা নামে এক হরিণী ছিলেন। ইন্দ্র মহর্ষি তৃণবিন্দুর কঠোর তপস্যায় শঙ্কিত হলেন। অতপর মহর্ষির তপস্যা বিঘ্নের জন্যে হরিণীকে পাঠালেন। তারপর যা হওয়ার তাই হল। মহর্ষি তৃণবিন্দুর তপস্যা হরিণীর জন্য বিঘ্ন হওয়ার দরুন হরিণীকে মুনি অভিশাপ দিলেন নরলোকে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহন করার জন্য –

"তপঃপ্রতিবন্ধমন্যুনা প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রাম্।
অশপদ্ভব মানুষীতি তাং শম বেলা প্রলয়োস্মিণা ভূবি।।"[৮]

নবসর্গে অভিশাপের উদাহরণ হিসাবে পরিলক্ষিত হয় রাজা দশরথ হরিণ ভেবে অন্ধক মুনির পুত্রকে তীক্ষ্ণবাণ বিদ্ধ করে হত্যার জন্যে পুত্রশোকে কাতোর হয়ে অন্ধকমুনি দশরথকে অভিশাপ প্রদান করে –

"দিষ্টান্তমাপ্স্যতি ভবানপি পুত্রশোকাদন্ত্যে বয়স্যহমিবেতি তমুক্তবন্তম্।"[৯]

মহাকবি কালিদাসের 'কুমার সম্ভবম' মহাকাব্যটি সতেরোটি সর্গে রচিত। তারকাসুরকে নিধনের জন্য কুমার কার্ত্তিকের জন্ম। কিন্তু শিব ও পার্বতীর বিবাহ না হলে তা সম্ভব নয়। তাই শিব ও পার্বতীর বিবাহকে সম্পন্ন করার জন্যে অভিশাপ এখানে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। সতীর মৃত্যুর পর মহাদেব নিজেকে সংসার ধর্ম থেকে দূরে রেখে কঠোর তপশস্যায় মগ্ন ছিলেন। অন্যদিকে সতী পরবর্তী জন্ম গ্রহণ করেন হিমালয় কন্যা পার্বতী রূপে। পার্বতীর সঙ্গে মহাদেবের বিয়ের জন্য দেবাদীদের মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ বাধ্য বাধকতা ছিল। তাই ইন্দ্রের আদেশে কামদেবকে দায়ীত্ব দেওয়া হল মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করে তার হৃদয়ে পার্বতীর জন্যে স্থান জন্মানো। সেই কথামত মদনদেব তার স্ত্রী রতিকে নিয়ে উপস্তিত হলেন শিবের তপস্যা ভঙ্গ করতে। মদন যেই পঞ্চশর বান নিক্ষেপ করেন ঠিক তখনই দেবাদিদেব মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের বহ্নিতে মদন ভস্মীভূত হলেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোভ্রুভদুষপ্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত॥
ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার।।"[১০]

তপস্যাভঙ্গের জন্য কোপবিশিষ্ট মহাদেব বিকট মুখ ভ্রুভঙ্গিতে অত্যন্ত ভীষণ হয়ে উঠল এবং মহাদেবের কপালের তৃতীয় নেত্র হতে সহসা উর্দ্ধজ্বালা বিশিষ্ট অগ্নি নির্গত হল। 'প্রভো! ক্রোধ সংবরণ করুন, ক্রোধ সংবরণ করুন' অমর বৃন্দের এই উক্তি আকাশে যখন উত্থিত হল, ঠিক সেই সময়েই মহাদেবের তৃতীয় নয়নের হুতাশন মদনদেবকে ভস্মীভূত করে ফেলল।

মদনভস্মে যে অভিশাপ নিহিত ছিল তা 'কুমারসম্ভবম্' এর আকাশবাণীতে বলা হয়েছে - প্রজাপতি ব্রহ্মার অভিশাপে মদনের এই শাস্তি –

"অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বসুতায়ামকরোৎ প্রজাপতিঃ।
অথ তেন নিগ্রহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তঃ ফলমেতদন্বভূৎ।।"[১১]

কোনো একসময় প্রজাপতি ব্রহ্মা কামপ্রভাবে বিকৃতেন্দ্রিয় হয়ে স্বীয় শরীরের প্রতি অনুরক্ত হন। তারপর তিনি ইন্দ্রিয়বেগ রুদ্ধ করে কামদেবকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই জন্যই কামদেব নিজের ফল ভোগ করেছে।

'কুমারসম্ভবম্' মহাকাব্যে দেখা যায় যে মদনের পরাভাব ও পার্বতীর জ্ঞানের উদয়। মদন হল প্রেমের দেবতা সে অন্যের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবে এবং নিজে অভিশপ্ত হবে এটি হল তার পরাভাব। নিজস্ব গরিমায় মদন নায়ক – নায়িকার প্রেমকে সুমধুর গড়ে তোলে। পার্বতী তার অপরূপ সৌন্দর্যের দ্বারা শিবকে ভোলাতে পারল না। কেবল সৌন্দর্য হল সৌন্দর্যমাত্র যখন সৌন্দর্যের সঙ্গে উদারতার মিল হয় তখন সেটি হয় প্রকৃত সুন্দর। শিবের ভাবনায় যতক্ষণ ব্রতী হতে পারেননি পার্বতী ততক্ষণ শিবকে পায়নি। অন্য ধর্মকে সম্মান না করলে নিজ ধর্মের পালন করলেই ধর্ম হয়না। সন্তানহীনা রাজা দিলীপ গার্হস্থ্য ধর্ম পালনে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে যাচ্ছিলেন কিন্তু 'পূজ্যপূজাব্যতিক্রম' করতেই তিনি অভিশাপে শাপিত হন।

মহাকবি কালিদাসের পঞ্চম অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক হল 'বিক্রমোবর্ষীয়'। স্বর্গের প্রেয়সী অপ্সরা উর্বশী ও মর্ত্যের রাজা পুরুরবার প্রণয় কাহিনী হল নাটকের মূল উপজীব্য, নাট্যকাহিনীটি প্রাচীনতম উৎস ঋগ্বেদ্ পুরুরাবাউর্বশী নামক সংবাদ যুক্ত (১০/৯৫)। তাছাড়া পুরুষরা উর্বশীর কাহিনীটি পরবর্তীতে শতপথ ব্রাহ্মণে, মহাভারতে এবং পূরাণ সাহিত্যেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোবর্ষীয়' নাটকে অভিশাপের বৃত্তান্তে জানা যায় যে রাজা পুরুরবা সূর্যপূজা করে অপরদিকে উর্বশী কৈলাসে শিব পূজা করে ফিরে আসছিলেন। মাঝপথে কেশীদানব উর্বশীর সহচরী চিত্রলেখা সহ উর্বশী অপহরণ করে। তাদের সাহায্যর্থে পুরুরবা কেশীকে হত্যা করে অপসারাদের রক্ষা করেন। রথে মুচ্ছিতা উর্বশীর অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পুরুরবা পঞ্চশরে বিদ্ধ হলেন। জ্ঞানলাভে অপূর্বসুন্দর সুন্দর পুরুষ পুরূরবার প্রেমে প্রেমাসক্ত হন। পরবর্তী সময়ে উর্বশী ইন্দ্র সভায় ভরতমুনির 'লক্ষ্মী-স্বয়মবর' নাটকে অভিনয় কালে উন্মনা উর্বশী 'পুরুষোত্তম' এর জায়গায় 'পুরুরবা' বলে ফেলেন। তখন নাট্যকার ভরতমুনি উর্বশীকে অভিশাপ দেন।

"যেহেতু তুমি আমার উপদেশ লঙ্ঘন করেছ, স্বর্গে তোমার থাকা চলবে না।"[১২]

উর্বশীর নিকট স্বর্গত্যাগের অভিশাপ তার কাছে আশীর্বাদ হল। অভিশাপের ফলে উর্বশী পুরুরবার পত্নী হতে পারলেন। তবে একটি শর্তে পুরুরবা যেদিন উর্বশীর গর্ভজাত সন্তানের মুখ দর্শন করবে ঠিক সেদিনই উর্বশীকে স্বর্গে ফিরে আসতে হবে। এটি মহেন্দ্রের করুনাবসত অভিশাপের অবসান। কিন্তু অভিশাপের নিবৃত্তি কোথায় এবার তো আবার বিরহ শুরু। আশীর্বাদের বিরহ! 'বিক্রমর্বশীয়ম্' নাটকে কালিদাস বোঝালেন আশীর্বাদ ও অভিশাপ দুটি আলাদা নয়। এই দুটি যে একটি টাকার এপিঠ ও ওপিঠ যা জীবনের দুই'ই সমান কোনটারই দাম কম নয় শাপের মধ্যে আশীর্বাদ লুকিয়ে থাকে আবার আশীর্বাদের মধ্যে শাপ ও লুকিয়ে থাকে। উর্বশীর প্রাপ্ত অভিশাপে পুরুরবার সঙ্গে মিলনকে আমরা বর ভেবেছিলাম। কিন্তু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অভিশাপের দ্বারা ঊর্বশীকে রাজার সঙ্গে মেলালেও ভোগ, কামনা, বাসনায় এতটাই অন্ধ হলেন যে পরিপূর্ণ সন্তানসুখের যে পারিবারিক শান্তিসুখ সেটি তার কপালে হলনা। 'লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর' নাটকে ঊর্বশী যে ভুল করেছে তার জন্য রাজ্যসুখকে তিনি বেছে নিয়েছেন। অপরদিকে পুরুরবা ঊর্বশীকে সত্যি কি পেলেন? যদিও বা ঊর্বশীকে পেয়েছেন সেটি বিরহের মধ্যে যখন উর্বশী কুমার বনে লতায় পরিণত হয় তখন পুরুরবা ঊর্বশীর বিরহে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে ঊর্বশীকে অনুভব করলেন। পর্বত যা কিনা নিশ্চল নিথর তার কাছে প্রিয়ার অনুসন্ধান করছে –

"সর্বক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী।
রামা রাম্যে বনোদ্দেশে ময়া বিরহিতা ত্বয়া।"[১৩]

হে পর্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি কি আমার বিরহিনী সর্বাঙ্গ সুন্দরী স্ত্রীকে; এই সুন্দর বণভূমিতে দেখেছ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে পর্বতের উত্তর এল প্রতিধ্বনিতে – 'সর্বক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী' – তোমার বিরহে থাকা সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে আমি এই বণভূমিতে দেখেছি, একথা শোনার পর পুরুরবা উল্লাসিত হলেন। কিন্তু সেই সুখ সাময়িক ছিল ঠিক যেন মরুভূমিতে পথিকের ভ্রান্ত মরিচিকার মত ভ্রম।

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে শকুন্তলার বিরহ, দুষ্মন্তের অনুশোচনায় ব্যক্ত হয়েছে সৌন্দর্য ও কল্যাণ। শকুন্তলা আশ্রম ধর্ম পালনের ত্রুটির জন্য অনেক বড় অভিসাপে শাপিত হয়েছে ভাবলে পাঠক সমাজ প্রথমত রচয়িতার ওপর ক্ষোভ হলেও পরবর্তীতে কালিদাসের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তা ঠিকই হয়েছে। আত্মভাবনা সমাজ ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে তা অমঙ্গলসূচক বার্তা বহন করে। শকুন্তলাও দুষ্মন্তের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপ যথাযোগ্য বলে মনে হয়। কোনো স্থানে হঠাৎ করে সূর্যের তাপের ফলে সেখানকার বায়ুমণ্ডল দ্রুত উষ্ণ হয় এবং বায়ু উর্ধগামী তখন চারিপাশে বায়ু সেই স্থানটিকে পূরণ করতে ঘূর্ণিপাক তৈরি করে। জীবনেও কামনা বাসনা বেশি হলে কর্তব্য পালনে বিভ্রান্তি ঘটে তখন ঘূর্ণিপাকের মত জীবনে নেমে আসে অভিশাপ। ঘূর্ণিপাক যেমন সাজানো সমস্ত কিছুকে নিমেষের মধ্যে লন্ডভন্ড করে তেমনি অভিশাপ জীবনে সব তছনছ করে। প্রকৃতিতে ঘূর্ণিপাক যেমন একটা ঝড় তেমনি জীবনের ঘূর্ণিপাক হল সমতার অগ্রগামী দূত। শকুন্তলা নিজে কর্মের ফল স্বরূপ অভিশাপ পেয়েছে। এই ক্ষেত্রে মহর্ষি দুর্বাসাকে দোষারূপ উচিত নয়। মহাভারতে দুর্বাসার অভিশাপের বৃত্তান্ত নেই। কিন্তু সেই মহাকাব্যে শকুন্তলা দুঃখ ভোগ করেনি? করেছে সন্তান সম্ভবা শকুন্তলকে রাজা পরিত্যাগ করার পর শকুন্তলার পুত্র সন্তান হয়েছে যিনি যুবরাজ্ হবেন তখনও রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার অন্বেষণ করেনি। যখন শকুন্তলা ও তার পুত্রের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ ঘটে তখন রাজা দীর্ঘ বছর শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করার জন্য নিজ আত্ম অনুশোচনা করতে বাধ্য হন।

রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন কান্ড, সর্গে অভিশাপ বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেই রামায়ণ, মহাভারতকে মূল উপজীব্য করে মহাকবি কালিদাস বিভিন্ন কাব্য নাটকে অভিশাপ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছে। তদুপরি আমরা দেখতে পাই বাংলা সাহিত্যে লৌকিক দেব দেবীদের অবলম্বন করে যে সকল কাব্যের মধ্যে বাংলার জীবনকে আশ্রিত করে নর-নারীদের চরিত্রের প্রশংসা করা হয়েছে তা হল বাংলার মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্য গুলির মধ্যে অন্যতম হল মুকুন্দরাম রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল'। এই মঙ্গলকাব্যে অভিশাপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে গৌরীরূপে সতীর পুনজন্ম কাহিনীতে দৃশ্যমান হয় যখন হিমালয়ের অনুরোধে দেবাদিদের মহাদেব তাঁর তপস্যার সময়েও গৌরীর পূজা গ্রহণ করেন। সেই সময় স্বর্গে দৈত্যগণের অত্যাচার শুরু হয়। তখন তারকাসুর দ্বারা ইন্দ্র পরাজিত হন। সকল দেবতারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা ধ্যানযোগে সমস্ত বিষয়ে অবগত হয়ে তাদের বললেন –

"মহেশের পুত্র হইবে নামে ষড়ানন।
গৌরীর উদরে হইবে তার জনম।।
তার বানে তারকের হইবে নিধন।
সবে মিলি শিবের বিবাহেতে দেয় মন।।"[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এদিকে মহাদেব তখনও তপস্যায় ব্যস্ত কিন্ত গৌরী তাঁর অর্চনায় লীন। মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্র প্রেরণ করলেন রতি ও কামদেবকে। পুষ্পময় ধনু ও পুষ্পময় পঞ্চবাণ নিয়ে কামদেব শিবের নিকট চললেন। তারপর আকর্ণ পুরে পঞ্চশর বাণ নিক্ষেপ করললেন। সেই বানে মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ হল -

"ধ্যানভঙ্গ হৈলা হর চারিদিকে চান।
সন্মুখে দেখিয়া চাপধারী পাঁচ বাণ।।
কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইলা মদন।।"[১৫]

ধ্যানভঙ্গ হলে দেবাদিদের চারিদিকে তাকিয়ে সামনেই দেখতে পেলেন মদনকে তার তৃতীয় নেত্রের কোপদৃষ্টে মদন ভস্ম হয়ে গেল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মহাদেব অভিশাপ দেওয়ার সময়টুকুও দেননি। সে যেন আগেই থেকে তৈরী ছিল। এখানে আপাতদৃষ্টিতে অভিশাপ শাপ হলেও পরবর্তীতে আহশীর্বাদ রূপ ধারণ করে। কারণ মদনের ভস্মীভূত হওয়ার পর মদনপত্নী রতি নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চলেছিলেন। সেই সময় দৈববানী হয় রতি দেহত্যাগ না করে অদ্য হতে মায়াবতী নাম ধারণ করে স্বামীর সহিত পুনর্মিলনের অপেক্ষায় থাকবে। পরবর্তী সময়ে এই কামদেবেই রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে এটি অভিশাপ রূপ আশীর্বাদ।

চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডীর মর্ত্যলোকে পূজা প্রচারের জন্য অভিশাপকে টেনে আনা হয়েছে। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর প্রত্যহ পিতার আজ্ঞাবশত পুষ্পচয়ন করত শিবপুজার জন্য। কিন্তু এদিকে চণ্ডী ক্ষুদ্ধ হয়ে যান এবং পরিকল্পনা করেন কি করে শিবপূজার ব্যাঘাত ঘটিয়ে নীলাম্বরকে অভিশপ্ত করে তাঁর পূজা মর্ত্যে প্রচলিত করবে তাই তিনি ছলনা করে একটি পলাশফুলের মধ্যে কীট রূপে প্রবেশ করেন।

"কুসুমভিতরে চণ্ডী পাতিলেন মায়া।
পলাশে রহিলা দারু পিপীলিকা হৈয়া।।"[১৬]

অতপর সেই পুষ্প ইন্দ্র দেবাদিবের মস্তকে অর্পণ করলে অমনি -

"দারু পিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে।
মরমে দংশিলে হর হইল আকুলে।।"[১৭]

তখন মহাদেবের কর্ণে সেই বিষাক্ত পিপীলিকা প্রবেশ করলে তার কামড়ে মহাদেব ব্যথায় আকুল হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিতে গেলেন। তখন ইন্দ্র বলেন যে পলাশ পুষ্পটি আপনার মস্তকে নিবেদন করছি নীলাম্বর চয়ন করেছে তাই এই দোষ তাঁর নয় নীলাম্বরের। তখন মহাদেব নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন -

"মোরা সেবা ছাড়ি তুমি অন্য কর সাধ।
বসুমতী চল ঝাট হও গিয়ে ব্যাধ।।"[১৮]

অর্থাৎ তুমি আমার সেবা না করে অন্য কিছু করার ইচ্ছা হয়েছে তাই তোমাকে অভিশাপ দিলাম যে মর্ত্যে ব্যাধ রূপে জন্মগ্রহণ কর। তখন মন্দাকিনীর জলে শয্যায় নীলাম্বর দেহত্যাগ করলেন। তার স্ত্রী শোকার্ত হয়ে তিনিও সহমরণে প্রাণত্যাগ করলেন। পরবর্তী সময়ে এক ব্যাধ রূপে জণ্মগ্রহণ করে নীলাম্বর ও তার পত্নী ব্যাধ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে।

চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর পূজা গ্রহণ করার পর দেবী চণ্ডীর মর্ত্যলোকের স্ত্রীগণের নিকট পূজা গ্রহণের বাসনা জাগলো। তখন চণ্ডী দেবরাজ ইন্দ্রের নর্তকী রত্নমালাকে নৃত্য করার জন্য ডাকলেন। সেই নৃত্য অনুষ্ঠানে সমস্ত দেবতারা উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় দেবর্ষি নারদের বীণাধ্বনি ও অপূর্ব সঙ্গীতে দেবতাগনের করতালিতে মুখরিত হচ্ছে চতুর্দিক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আর অসামান্য নৃত্য প্রদর্শন করছেন। সেই সময়ই কামদেব দেবীর আদেশে রত্নমালাকে সম্মোহন বাণ মারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই রত্নমালার নৃত্য ভঙ্গ হল।

নৃত্যভঙ্গ রত্নমালাকে ভবানী অভিশাপ দিলেন যে, ইচ্ছানি নগরে লক্ষ্যপতি বনিকের গৃহে রম্বাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে ও উজানি নগরের শৈব উপাসক সদাগরের সাধুচ ধনপতির দ্বিতীয় পত্নী খুল্লনা নামে আবির্ভূতা হবে। অভিশপ্ত রত্নমালা বিলাপ করতে করতে দেবীর কাছে অভিশাপের সমাধান পথ খুঁজতে লাগলেন। তখন দেবী প্রসন্ন্যা হয়ে পুত্রবর দিলেন।

ইন্দ্রপুত্র মালাধরের মর্ত্যে আগমনে অভিশাপ দলিত হয়। সুরপুরে কালিয়াদমন লীলা অভিনয়ে দেবর্ষি নারদের প্রাণ মাতানো সুরে, ছন্দে চারিদিক সুমধুর ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে। সেই ধ্বনি ছন্দে নৃত্যে তালরত রয়েছেন ইন্দ্রের তনয় মালাধর। হর পার্বতী যশোদা নন্দন কৃষ্ণ ও সমস্ত দেবগন সেই লীলায় উপস্থিত ছিলেন।

ইন্দ্রতনয় মালাবরের নৃত্যে সন্তুষ্ট হয়ে সমস্ত দেবগন বিভিন্ন মনিমুক্তা খচিত হার উপহার দিচ্ছেন। সেই সময়ই দেবাদিদেব একটি তাঁর প্রিয় কণ্ঠহারটি মালধরকে উপহার দিলেন। মালাধর সেই সাধারণ কণ্ঠহারটি নিতে অস্বীকার করে উপহাস করে বললেন –

"মণি আভরণ মাঝে হাড়মালা নাহি সাজে
দেখিয়া হাসেন মালাধর।
আর সবার অন্তর্যামী বুঝিয়া প্রথম স্বামী।
কোপ দৃষ্টে চাহেন শঙকর।।"[১৯]

মণির আভরণের মাঝে কেবলমাত্র শিবের দেওয়া হাড়মালা একেবারেই মূল্যহীন। তাই দেখে হাসেন মালাধর। মালাধরের এরূপ বিরূপ উপহাস আচরণ দেবাদিদের মহাদেব অর্থের প্রতি লোলুপ্য মালধরকে অভিশাপ দিলেন –

"যেন মতি তেন গতি ঝাট চল বসুমতী
কূলে জন্ম লহ বেনিয়ার।"[২০]

যার যেরকম কর্ম তার সেরকম ফল অতএব তুমি তোমার কর্মফল ভোগ করার জন্য মর্ত্যে জন্মগ্রহণ কর। কেতকদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে। এই অভিশাপ বর্ণিত না হলে মনসামঙ্গল কাব্যে পরিপূর্ণতা লাভ করত না। মনসামঙ্গলের নায়ক নায়িকা বেহুলা ও লখিন্দর। এই নায়িকা বেহুলা পূর্বে ঊষা ও নায়ক লখিন্দর পূর্বে অনিরুদ্ধ ছিলেন। শিবের অভিশাপে পরবর্তীতে মা সনকার গর্ভে লখিন্দরের জন্ম অপরদিকে এমলার গর্ভে জন্ম নিল বেহুলা -

"ঊষা অনিরুদ্ধে শাপ দিলা শূলপানী।
ঋতুবতী হৈল রামা, সনকা বা ন্যানী।।
চাঁদ বান্যা কৈল তার ঋতু অপেক্ষণ।
সনকার গর্ভে হৈল লখাই জনম।।
তার কথ দিনান্তরে নিছনি নগরে।
বেহুলার জন্ম হৈল এমলা উদরে।।"[২১]

মনসা মঙ্গলে অভিশাপ চিত্র ফুটে উঠেছে যখন বেহুলা পুকুরে স্নান করার সময় মনসা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে বেহুলার নিকট আসে তখন বেহুলার পায়ের একফোটা জল ব্রাহ্মণীর গায়ে লাগলে ব্রাহ্মণী বেহুলা কে অভিশাপ দিলেন, বিবাহের রাত্রিতে স্বামীর মৃত্যু হবে। লখিন্দরের মৃত্যুর পর কলার ভেলায় বেহুলা ভেসে চললো। পথিমধ্যে গদা বেহুলাকে আটকে বেহুলার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করতে চাইলে বেহুলা গদাকে অভিশাপ দেন –

'আমা ছাড়ি না পাইবা অনুপম নিধি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 55 - 63
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"প্রধান করিয়া ঘরে এড়িব তোমারে।।
শুনিয়া বেহুলা সতী শাপ দিল তারে
মাজষ বড়ষি দিয়া টানি আনি কূলে।
বেহুলার শাপে গোদা নাবালেতে ওলে।।"[২২]

মানব ইতিহাসে অভিশাপ যে কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা নয়, পৌরাণিক আখ্যান বাদ দিলেও আমাদের আদি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে অনেকগুলি অভিশাপ পরিলক্ষিত হয়। সেই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি মূল উৎস থেকে পরবর্তী যেসমস্ত সংস্কৃত কাব্য, নাটক এবং বাংলা সাহিত্য রচনা হয়েছিল তাতে বিশেষভাবে অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচিত প্রত্যেক অভিশাপের অন্তর্নিহিত অর্থ গভীরভাবে লুক্কায়িত রয়েছে। আসলে জীবনের পথে সবসময় যে গোলাপফুল বিছানো থাকবে তা নয়। কখনো কখনো গোলাপে কন্টকও থাকে। জীবনযুদ্ধে যদি হেরে না যাওয়া হয় তবে বিজয়ী সুখ স্পর্শ করবে না। তাই অভিশাপ সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে খুব অমঙ্গল হলেও পরবর্তীতে তা আশীর্বাদ। অভিশাপ থাকার ফলে প্রতিটি কাব্য, নাটক পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

Reference:

১. দাস, শাস্ত্রী, দ্বারিকা, 'মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি', দ্বীতীয় সংস্করণ, তারাবুক এজেন্সী, ১৯৮৩, পৃ. ৩৮২
২. পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্থ খন্ড, গান নং ৯২৩, ১৯৮০, পৃ. ৩৮২
৩. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, 'অভিজ্ঞান–শকুন্তলম্', পরিবর্ধিত সপ্তম সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ২৩৬
৪. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ন, 'মেঘদূত ও সৌদামনী', দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৫, পৃ. ৮৯
৫. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ন, 'মেঘদূত ও সৌদামনী', দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৫, পৃ. ৩২৯
৬. বন্ধোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র এবং বন্ধোপাধ্যায়, অনিতা, "রঘুবংশম্", প্রথম সংস্করণ, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩, পৃ. ১৭৭
৭. বিদ্যাভূষণ, রাজেন্দ্রনাথ এবং মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, "কালিদাসের গ্রন্থাবলী", প্রথম ভাগ, দশম সংস্করণ, ১৩৫৬, পৃ. ৭২
৮. তদেব, পৃ. ১৩৬
৯. তদেব, পৃ. ১৫৮
১০. ভট্টাচার্যেণ, বিদ্যানিধি, শ্রীমদগুরুনাথ, 'কুমারসম্ভব', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৯৭, পৃ. ১২০
১১. তদেব, পৃ. ১৪৪
১২. দ্বিবেদী, রেবাপ্রসাদ, 'কালিদাস গ্রন্থাবলী', কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৭৬, পৃ. ৩৭০
১৩. তদেব, পৃ. ৩৮৫
১৪. মুখোপাধ্যায়, সুখময়, 'চণ্ডীমঙ্গল-পরিক্রমা', প্রথম খন্ড, প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৪, পৃ. ১৩৮
১৫. তদেব, পৃ. ১৩৮
১৬. তদেব, পৃ. ১৪৩
১৭. তদেব, পৃ. ১৪৪
১৮. তদেব, পৃ. ১৪৪
১৯. তদেব, পৃ. ১৬৬
২০. তদেব, পৃ. ১৬৬
২১. চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার, 'আদি-মধ্য-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৬ পৃ. ৭২৫
২২. তদেব পৃ. ৭২৩